তারিখ ..19. JUN.2015.. ...
পৃষ্ঠা ...৭... ... কলাম... ২......

কালের কণ্ঠ

আবারও উত্তপ্ত হচ্ছে শাবি

যেখানেই উপাচার্য সেখানেই প্রতিরোধের ঘোষণা শিক্ষকদের

সিলেট অফিস ▷

দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ এনে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে আবারও আন্দোলনে নেমেছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার সমর্থিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক পরিষদের শিক্ষকরা। দুই মাস স্থগিত রাখার পর গতকাল বৃহস্পতিবার আবারও তাঁরা আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। এর অংশ হিসেবে গতকাল তাঁরা উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান এবং সমাবেশ করেন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে গত ২৩ এপ্রিল দুই মাসের ছুটি নেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভুঁইয়া। শিক্ষকরা জানান, ওই দিন সিনিয়র শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ছুটিতে থাকাবস্থায় পদত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন তিনি। উপাচার্যের আশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষকরা আন্দোলন স্থগিত করেন। কিন্তু ছুটি শেষে আগামী ২৪ জুন ফের যোগদান করার ঘোষণা দিলে আন্দোলনকারীরা আবারও ক্ষুব্ধ হন। ফলে আবারও উত্তপ্ত হতে চলেছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষকরা। ঘণ্টাব্যাপী কর্মসূচি চলাকালে শিক্ষকরা ঘোষণা দেন ছুটির সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না করলে ২৪ জুনের পর উপাচার্যকে ক্যাম্পাসের যেখানেই পাওয়া যাবে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা সেখানেই মুখোমুখি হবেন। তাঁকে প্রতিহত করবেন। তাঁকে কোনোক্রমেই অফিস করতে দেবেন না।

সমাবেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক মস্তাবুর রহমান বলেন, '২২ এপ্রিল অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষসহ সিনিয়র শিক্ষকদের উপস্থিতিতে উপাচার্য ছুটির সময়ের মধ্যে পদত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ক্যাম্পাসে ফেরার ঘোষণা দিয়ে তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করছেন। আশা করি, ওনার যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয়, তাহলে তিনি আজই (বৃহস্পতিবার) পদত্যাগ করবেন। কোনো অবস্থাতেই এই উপাচার্যকে অফিস করতে দেওয়া হবে না।'

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. ফারুক উদ্দিন বলেন, 'গত ২০ নভেম্বরে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত সুমন দাসের পরিবারকে সহযোগিতা করার নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক লাখ টাকা নিয়েছেন, যার কোনো টাকাই তার পরিবারকে দেওয়া হয়নি। গত দুই বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কোনো কাজ হয়নি। এমনকি নতুন অর্থবছরেও অবকাঠামোগত উন্নয়নের কোনো প্রকল্প দাখিল করতে পারেননি।' দুর্নীতিগ্রস্ত এই উপাচার্যকে অধ্যাপক বলতে লজ্জা হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, 'উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর তিনি নীতিমালা লঙ্ঘন করে গেস্টহাউসপ্রধান হিসেবে শ্যালককে নিয়োগ দিয়েছেন। পিয়ন ও দারোয়ান পদে নিকট আত্মীয়দের নিয়োগ দিয়ে ক্যাম্পাসে পরিবারতন্ত্র কায়েম করেছেন। এমনকি নিজের আপ্যায়ন ভাতা ৪০০ ভাগ বাড়িয়ে নিয়েছেন উপাচার্য।'